শ্রীমতুলেন মনুমদার

উৎসর্গ পত্র।

হে ভারত উন্নত কামি

হে অনুন্নত-জাতির-বন্ধু—

হে দরিদ্র বান্ধব। হে সত্য সন্ধ

মহাত্মা গান্ধি!

এই ক্ষুদ্র পুস্তক তোমার শ্রীকরকমলে ভক্তির নিদর্শন রূপে অর্পিত হইল।

শ্রীআশুতোষ। মুখোপাধ্যায়

১২ আশ্বিন, ১৩৩১ সাল মহালয়া।

উৎসর্গ পত্র।

হে ভারত উন্নত কামি

হে অনুন্নত-জাতির-বন্ধু—

হে দরিদ্র বান্ধব। হে সত্য সন্ধ

মহাত্মা গান্ধি !

এই ক্ষুদ্র পুস্তক তোমার শ্রীকরকমলে ভক্তির নিদর্শন রূপে অর্পিত হইল।

শ্রীআশুতোষ।

১২ আশ্বিন, ১৩৩১ সাল মহালয়া।

হিন্দু জাতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

অনেকে বলিয়া থাকেন হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রে বিধর্ম্মীকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার কোন বিধান নাই। আমি এ কথা স্বীকার করি না। সেই বহু প্রাচীন যুগে আর্য্যগণের ব্রহ্মর্ষি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর হইতে আর্য্যেতর জাতিকে আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে, তাহা এখনও শেষ হয়নাই। এ সম্বন্ধে লিখিতে গেলে একটী বিস্তৃত গ্রন্থ হইয়া পড়ে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে ৪০০শত বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত মণিপুরিদিগকে শ্রীচৈতন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে। তাহাদের আচার ব্যাবহারে তাহাদিগকে গোড়া হিন্দু বলিয়াই বোধ হয়। তাহাদের মুখে বাঙ্গলা ভাষায় ভজন গান শুনিলে মন প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। অতীত যুগেও অগস্ত্যমুনি দাক্ষিণাত্যের আর্য্যেতর জাতিদিগকে আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। এবং আজও দেখিতে পাইবেন ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ রঙ্গপুর দিনাজপুর জলপাইগুড়ি, ও কুচবিহার প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া রাজবংশী খ্যান প্রভৃতি পতিত জাতিকে আর্য্যাচারের দিকে লইয়া আসিতেছেন। আমার মনে আছে আজ ২৫। ৩০ বৎসর পূর্ব্বেও রংপুরের রাজবংশী ও মুসলমানগণ প্রভৃতির নাম, চ্যাং ব্যাং, জেঠী পাওমোছা, সাটি প্রভৃতি ছিল। কিন্তু আজ কাল আর সেপ্রকার নাম দৃষ্ট হয় না। মুসলমানগণ মুসলমান শাস্ত্রসঙ্গত ও হিন্দুগণ হিন্দু শাস্ত্রোক্ত নাম রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রঙ্গপুর জেলার একজন ভদ্রলোক একজন প্রজার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সে মাথা চুলকাইতে লাগিল। তিনি ঐ দেশী লোক। বলিলেন "গুখাগুয়া" সে, বলিল আজ্ঞা ঐ "নামে মোক ডাকায়" কিন্তু শিক্ষা ও আর্য্যাচারের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ

প্রকার ঘৃণিত নাম রাখিবার প্রথা উঠিয়াগিয়াছে। জাতির অভ্যুত্থান এক দিনে শেষ হয় না। যখন ভারতের তথা কথিত সমস্ত অনার্য্য অজলচল বা অস্পৃশ্য জাতি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া আর্য্য জাতির সহিত মিলিত হইয়া "হিন্দু" নামে একটি বিশাল জাতিতে পরিণত হইবে তখনই কার্য্য কতক সুসম্পন্ন হইয়াছে মনে করিতে হইবে। আজ কাল সবই হুজুগে চলে। এই গ্রন্থের লেখক প্রকৃত পক্ষে একটী মহৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়া কতক সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি প্রায় সাত শত সাঁওতালকে আর্য্যাচার গ্রহণ করাইয়াছেন রাজসাহীর হিন্দুরঞ্জিকা, সিরাজগঞ্জের প্রতিনিধি "অমৃত বাজার পত্রিকায়" এবং বাংলার প্রায় সমস্ত সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁহার প্রশংসনীয় কার্য্যের কথঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যে প্রকার এই মহৎ কার্য্যের সাহায্যের আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন খানেই কোন আশাই পান নাই। এমন কি বঙ্গদেশীয় হিন্দু সভার সেক্রেটারী মহাশয়কে পত্র লিখিয়া তাঁহার প্রত্যুত্তর পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন নাই। সাধু যাহার সংকল্প ঈশ্বর তাঁহার সহায়।

শ্রীশশীলালরায় বি,এল উকিল
সিরাজগঞ্জ, জেলা পাবনা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

"সাঁতাল সম্ভাষণ" মুদ্রিত করিবার সবিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও অর্থাভাব বশত: এক প্রকার নিরুৎসাহ হইয়াছিলাম। কিন্তু স্থানীয় শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেই আমার কার্য্য বিবরণ পাঠ করিয়া ও এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া এই পুস্তক মুদ্রণ কার্য্যে সবিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

স্থানীয় হিন্দু সভার কর্তৃপক্ষের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। সিরাজগঞ্জের হিন্দু সভার সভ্যগণ কেবলি হুজুগ প্রিয় নহেন তাঁহারা আন্তরিকতার সহিত মহাত্মার আদেশ পালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা গোপালপুর ও সিরাজগঞ্জ অজলচল দিগকে জলচল করিয়া লইয়াছেন, ও বহু নমঃশূদ্র খৃষ্টান দিগকে পুনঃরায় হিন্দুধর্ম্মে আনিয়াছেন। সিরাজগঞ্জ হিন্দু সভা আমার প্রচার কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি জানাইয়াছেন ও এই পুস্তকের মুদ্রণ ব্যয় সম্বন্ধে অর্থানুকুল্য করিয়াছেন।

যাঁহারা আমার কার্য্য ও এই পুস্তকের মুদ্রণ কার্য্য সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন ও অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। ইতি

শ্রীআশুতোষ।

সাঁওতাল সম্ভাষণ।

ভাই সাঁওতালগণ! তোমরাও ভগবৎ সন্তান হিন্দু বংশধর। আজ যে মহাত্মা গান্ধিকে দেবতাজ্ঞানে তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া আসিতেছ, তিনিও তোমাদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, ভারতের সমস্ত বড়জাত বামুণ কায়স্থ ইত্যাদি তোমাদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। অল্প দিন হইল সিরাজগঞ্জে হিন্দু প্রাদেশিক মহাসভা হয়। সেই সভায় সাঁওতাল দিগের সকল সম্প্রদায়কেই হিন্দু বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। হিন্দু মহাসভা ও মহাত্মা গান্ধি তোমাদিগের হাতে জল খাইতে হিন্দুদিগকে বলিয়াছেন, হিন্দুরা তোমাদিগের হাতে জল খাইয়াছেন ও খাইবেন। তোমরা নীচজাতি কখনও নও। শ্রীভগবানের নিকট কেহই হীন নয়—সকলেই সমান। সকলেই ভগবানের সন্তান। কৃষিকার্য্য অতি পবিত্র ও শ্রেষ্ঠকার্য্য তোমরা কৃষি কার্য্যাদি যেমন করিতেছ; ঠিক তেমনি করিতে থাকিবে। কেবল তোমাদিগের গুরু যে মন্ত্র দিবেন তাহা ভক্তিপূর্ব্বক জপ করিবে। তোমরা সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা তিনবার ভগবানের নাম করিবে।

যেমন ভাবে নাম করিতে হইবে তাহা এই বই পড়িলে জানিতে পারিবে। (১)সিম (২)ডাঙ্গরা হিন্দুর অখাদ্য তাহা তোমরা খাইবে না। ধীরে ধীরে (৩)শুকরিও ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে। তোমাদিগের (৪)বোঙ্গাকে সিম দিয়া পূজা দিওনা, তাহা হইলে যে

---

(১) সিম= মুরগী, (২) ডাঙ্গারা=গরু, (৩) শুকরী= শূকর

(৪) বোঙ্গা=পাহাড়ীদেবতা বিশেষ।

সমস্ত হিন্দুরা তোমাদিগের হাতে জল খায় না, তাহারাও তোমা-দিগের হাতে জল খাইবেন। তোমরা মিশনারি দিগের কথা শুনিও না পাদরি দিগের দেশ আমাদিগের দেশ হইতে চারি হাজার ক্রোশ দূরে। তাহাদিগের ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে পৃথক। পাদরি দিগের সহিত আমাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই। পাদরিরা তোমাদিগকে খৃষ্টান করিলে টাকা পায় এবং তোমাদিগের মধ্যে যাহারা প্রচারক (অর্থাৎ তোমাদিগকে খৃষ্টান হইতে জেদ করে) তাহারাও টাকা পায়; তোমরা কিছুই পাও না, তোমাদিগের কেবল জাত যায়। সেই জন্য মহাত্মা গান্ধি তোমাদিগকে বলিতেছেন, তোরাত, হিন্দুই আছিস, ভাল হিন্দু হ "বামুণ কায়েতের মত হ" বামুনদের মধ্যে যে ভগবান আছেন, তোদের মধ্যেও সেই ভগবান আছেন।

বামুন ও সাঁওতাল ভগবানের কাছে সবই সমান। তোমরা আচার বিচার শিক্ষা কর, এবং তিন সন্ধ্যা ভগবানকে ডাক্‌তে শিখ। তাহা হইলেই ভগবানের প্রতি তোমাদিগের সহজেই ভক্তি হইবে। তোমরা ভক্ত হইলে বড় জাতিরা কেহই তোমাদিগকে ঘৃণা করিতে পারিবে না। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই তখন তোমাদিগের হাতে জল খাইবেন। বড় জাতিদিগের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদিগের হাতে জল খাইয়াছেন। যাহারা খায় নাই তাহারাও দুইদিন পর তোমাদিগের হাতে জল খাইবেন। সকলেই আর্য্য বা শ্রেষ্ঠ জাতি; আর্য্য জাতি হইতেই বহু জাতি হইয়াছে। সবজাতিই সৃষ্টির প্রথমে সাঁওতাল দিগের মত বনেই থাকিত, ফল মূল যাহা পাইত তাহাই খাইত তখন কাহারও দালান কোঠা ছিল না সব জাতি সাঁওতাল দিগের মত জঙ্গলেই থাকিত।

আর্য্যগণও সাঁওতাল দিগের মত বনচারী থাকিয়াই সুখে শান্তিতে থাকিত। ভাইসকল তোমরা বড় জাতি ছোটজাতি নও; তোমরা ছোট জাতি ইহা কখনও স্বীকার করিবেনা। তোমরা হিন্দু জাতি বলিয়া তোমাদের পরিচয় দিবে। তোমরা চণ্ডী পড়িলে জানিতে পারিবে, দেবগণ মা'কালীকে স্তুতিকরিতেছেন। "যাদেবী সর্ব্ব ভূতেষু জাতি রূপেন সংস্থিতা" অর্থাৎ "মা তুমি সর্ব্ব জীবের মধ্যে জাতি রূপেই আছ।" শ্রীচৈতন্য দেব বলিয়াছেন "মুচি হয়ে শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে, শুচি হয়ে মুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ত্যজে," এবং মহাপুরুষেরাও বলিয়াছেন, "পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে ঘৃণা করিওনা," এইপ্রকার উপদেশ রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ধর্ম্মপুস্তক পড়িলে জানিতে পারিবে; তোমরা নিশ্চয়ই জানিবে তোমরা সর্ব্ব বিষয়ে শুচি হইলে হিন্দুরা তোমাদিগের জল খাইবেন। এক দিন সব জাতিকেই ভগবানের পবিত্র নাম গ্রহণ করিতে হইবে। তোমরা পাদরি দিগের কথা শুনিওনা, এবং তাহাদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিওনা। হিন্দু হইয়া অন্যের ধর্ম্ম গ্রহণ করা মহাপাপ, তাহাতে নিজের ধর্ম্মের হানি হয়। বিদ্যা শিক্ষা করা সকলেরই প্রয়োজন। ৩।৪ টি গ্রাম লইয়া একটী পাঠশালা যাহাতে চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে, বাঙ্গলা দেশের জল বায়ুর সহিত তোমাদের শরীর বাঙ্গালীরমত হইয়াছে। ভাল কবিরাজের নিকট তোমাদিগের কবিরাজি শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। গাই দিয়া হাল কর্ষণ করিওনা। গরু হিন্দুদিগের দেবতা, গরুর গোবর হিন্দুদিগের অতি পবিত্র বস্তু, সর্ব্বদা মনে রাখিবে। গরুকে যে জাতি অভক্তিকরে সে হিন্দু নয়, হিন্দুর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। অতএব

তোমরা প্রাণপণে গো-রক্ষা ও গরুকে ভক্তি করিবে। গোভক্ষণ ও হত্যা করিওনা।

স্থির ভাবে বসিয়া তিন সন্ধ্যা জপ করিবে।

কালী, কৃষ্ণ, রাম, শিব প্রভৃতি যাহার যেনাম ভাল লাগে দশবার-সময় পাইলে সেই নাম মন্ত্র ১২৮ বার জপ করিবে। নীচে দেবতাদের প্রণাম দিলাম শিখতে পার ভাল, না পার শিব মন্ত্রাদি সকাল, দুপুর, ও সন্ধ্যার সময় জপ করিবে। ভগবানকে আরাধনার সময় অন্য কোন প্রকার চিন্তা করিও না। তুমি মুখে ভগবানের নাম করিতেছ মনে মনে রামাই মাঝির ধানের জমিতে গরু দিয়া ধান খাওয়াইতেছ, এ প্রকার ডাকে ভগবান সন্তুষ্ট হননা, ভগবান সর্ব্বসময়েই জীবের হৃদয়ে বাস করেন, এক মূহুর্ত্ত জীবকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি ব্যস্ত, আমরা হতভাগ্য জীব তাঁহার অসীম দয়া বুঝিতে পারিনা। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে জীবের কোন দুঃখই থাকেনা। ভগবানে স্থির বিশ্বাস থাকা চাই, বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহাকে ডাকিয়া কোন ফল নাই; এমন বিশ্বাস করা চাই, তিনি আমাতেই আছেন, আমাকে ছাড়া তিনি এক মুহূর্ত্ত থাকেননা, বিশ্বাস থাকিলেই ভক্তির উদয় হয়, বিশ্বাস না থাকিলে ভক্তি হইতে পারেনা। জলে বৃক্ষ রোপণ করিলে ফলের যেমন আশা করা যায়না, বিশ্বাস ও ভক্তি বিহীন জীবের তদ্রূপ ভগবৎ কৃপা লাভ হয়না। অতএব তোমরা ভগবানে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে স্থির বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা শালগ্রাম, গণেশ প্রভৃতি হিন্দু দেব মূর্ত্তির প্রতি

শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবে, ও দেব দ্বিজের প্রতি সর্ব্বদা ভক্তি সম্পন্ন হইবে।

গুরুর প্রণাম—

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।

শিবের প্রণাম—

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণ ত্রয় হেতবে
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃপরমেশ্বর।

কালীর প্রণাম—

সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে,
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তুতে।

বিষ্ণু বা হরির প্রণাম—

নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায়-গো-ব্রাহ্মণ হিতায়চ,
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

প্রত্যেক মাসে ২ বার হরি সংকীর্ত্তন করিয়া তুলসী তলায় হরিরলুট দিবে।

এই মন্ত্র যে সক্ষম হইবে সে (করে) জপ করিবে।

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে।

কীর্ত্তন (১)

হরেকৃষ্ণ হরেরাম রাম রাম হরে হরে। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

কীর্ত্তন (২)

নিতাই গৌর রাধে শ্যাম (জপ) হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

দেবতার পূজার নিয়ম

ধূপ, ঘিয়বাতি, ফুল, বেল পাতা, তুলসী পাতা, চন্দন, কলা, আতপ চাউল, চিনি, মধু, দধি, দুগ্ধ দেবতার পূজায় এই সমস্ত দরকার হয়। স্নান করিয়া পূজা করিবে, পূজার পূর্ব্বে কিছু খাইবে না। তোমাদের বামুণকে পূজার পর যথাসাধ্য দক্ষিণা দিবে।

আচার সম্বন্ধে নিয়ম।

১। বাড়ীতে তুলসী গাছ রাখিবে, সন্ধ্যায় ধূপ ও বাতি দিবে, ও প্রণাম করিবে, বেল গাছকেও ঐ প্রকার ভক্তি করিবে। বেলপত্র দিয়া শিব ও কালীর পূজা হয়, তুলসী পত্র দিয়া হরি পূজা হয়, এই দুই গাছ অতি পবিত্র ভাবে রাখিবে, তাহার কাছে কোন প্রকার মল মূত্র ও অপবিত্র বস্তু ফেলিবে না।

২। মল মূত্র ত্যাগ করিয়া জল লইবে, ও হাতে ভাল করিয়া মাটী দিবে।

৩। গামছা পরিয়া মলত্যাগ করিবে।

৪। যেস্থানে ভাত তরকারী রাখিবে, ও যেস্থানে বসিয়া ভাত খাইবে, তাহা জল গোবর দিয়া পরিস্কার করিবে।

৫। পাকের ঘর ও চৌকা গোবর দিয়া লেপিবে।

৬। সকালে গোবর ছড়া দিবে।

৭। হিন্দুকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিবে।

৮। বামুণকে প্রণাম করিবে।

৯। জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে সমুদয় মেয়েমানুষকে নিজের মা মনে করিয়া ভক্তি করিবে, এবং তাঁহাদের রক্ষার নিমিত্ত প্রাণ পণে সাহায্য করিবে। পরের স্ত্রীর প্রতি পাপ দৃষ্টি করিওনা।

১০। ঘরে জামাই রাখিয়া বিয়ে দিওনা। জামাই পছন্দ হইলে বিয়ে দিবে।

১১। হিন্দুধর্ম্ম সম্মত নাম রাখিবে, হিন্দুয়াণী মতে বিয়ে দিবে।

১২। তারি, পচানি, মদ, ভাঙ্গ, গাঁজা, কখনও খাইবেনা

১৩। সন্ধ্যাবেলায় প্রতিদিন হরি সংকীর্ত্তন করিবে।

১৪। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ এই তিন মাস বিশেষ ভাবে খোল করতাল সহ হরি সংকীর্ত্তণ করিবে।

১৫। বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে হরি পূজা করিবে।

১৬। মাঘ কিংবা ফাল্গুণ মাসে যেদিন শিবরাত্রি হইবে সেইদিন শিব পূজা করিবে। সক্ষম হইলে সমস্ত দিন রাত্রি উপবাস করিবে, এবং তৃণে শয়ণ করিবে ও রাত্রি জাগরণ করিবে।

১৭। গলায় তুলসী কিম্বা যে কোন কাঠের মালা ধারণ করিবে ও তিলক কপালে দিবে।

১৮। আহারের সময় ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া আহার করিবে।

১৯। আমাদের সমস্ত কাজই ভগবানের নাম লইয়া করা উচিত; কোন শুভকার্য্য করিতে হইলে ভগবানকে স্মরণ করিয়া করিবে।

২০। তোমরা কর্ম্মী. সত্যবাদী। চোর, লম্পট নও। তোমরা সত্যবাদী, কর্ম্মী, সৎচরিত্র, জন্য পরম পিতা ভগবান তোমাদের চিরকাল সহায় থাকিবেন, প্রাণান্তেও অশেষ কষ্টের মধ্যে পড়িলেও তোমরা কুশিক্ষা করিও না। যে কোন জাতির গুণ অবশ্যই গ্রহণ করিবে।

২১। সর্ব্বদা সৎ আলোচনা করিবে।

২২। হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা করিওনা।

২৩। নিজ বাড়ীতে তুলার গাছ লাগাইয়া সেই তুলা দ্বারা অবসর মত চরকায় সূতা কাটিবে ও তাঁতে কাপড় বুনিতে চেষ্টা করিবে। চরকায় সূতা কাটা বিশেষ প্রয়োজন, আমরা চরকায় সূতা যাহাতে করিতে পারি, সকলেরই সে চেষ্টা করা উচিত, মহাত্মা গান্ধীর আদেশ পালন করিতে হইলে সকলেরই সূতা তৈয়ী করা আবশ্যক।

২৪। আমাদের জন্য মহাত্মা গান্ধী, জীবনে অশেষ দুঃখ পাইয়াছেন গরীবের তিনি বাপ, মা, সর্ব্বদা তাঁহাকে ভক্তি করিবে। তিনি মাসে আমাদিগকে ২০০০গজ সূতা কাটিতে বলিতেছেন, ইহা অবশ্যই আমাদের পালন করা কর্ত্তব্য। দিনান্তে মহাত্মাজীর নাম একবার স্মরণ করিবে। তাঁহার মানব-প্রেম বর্ণনাতীত; তিনি এ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব।

বিশেষ কথা।

কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা, জমিদারের সহিত প্রজার ঘনিষ্ঠতা যাহাতে থাকে তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তোমরা জমিদারের কর্ম্মচারীর দ্বারা পীড়িত হইলে জমিদারগণ অনেক সময় তাহা জানিতে পারেন না। জমিদারগণ প্রজার কোন অনিষ্ট করেন না। কর্ম্মচারিরা তোমাদিগের ক্ষতি করিলে জমিদারকে জানাইলে তাহার প্রতিকার পাইবে। কতক গুলি লোক আছে, তোমাদিগের সহিত, জমিদারের বিবাদ বাধাইয়া তাহারা লাভবান হইয়া থাকেন, তোমরা তাহাদিগের কথায় উত্তেজিত হইয়া জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে তোমাদের ভবিষ্যতে ক্ষতিভিন্ন লাভ হইবেনা। তোমাদের ক্ষতি হইলে স্বয়ং জমিদারকে জানাইলে উপযুক্ত বিচার পাইবে।